৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২৮ শ্রাবণ – ৩ ভাদ্র, ১৪২৮ ঃ ১৪ আগস্ট – ২০ আগস্ট, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 42, 14 AUGUST - 20 AUGUST, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জনজীবন স্বাভাবিকের পথে এগোতেই

ফের বাড়ছে করোনার থাবা। ফের দৈনিক একলক্ষ সংক্রমণ ছাড়িয়েছে আমেরিকায়। ভারতেও গুটি গুটি পায়ে বাড়ছে সংক্রমণ। কার্যত মানুষ ও করোনা ভাইরাসের লড়াই চলছে পৃথিবী জুড়ে। কে কাকে হারাতে পারে তারই প্রতিযোগিতা।

রবিবার : ইতিহাস গড়লেন নীরজ চোপড়া। টোকিও

অলিম্পিকের শেষ দিনে জ্যাভলিন থ্রোতে সোনা জিতে ভারতের স্বর্ণতৃষ্ণা মেটালেন হরিয়ানার নীরজ। এর সঙ্গে বজরং পুনিয়ার প্যাঁচে এসেছে আরও একটা ব্রোঞ্জ। অলিম্পিকে পদকের সংখ্যার রেকর্ড করে দেখিয়ে দিল অ্যাথলেটিক্সই ভারতের ভবিষ্যত।

সোমবার : ঝড়বৃষ্টিতে কলকাতার রাস্তায় খসে পড়ছে হোর্ডিং-এর টুকরো

থেকে লোহার রড। এ দৃশ্য বিরল নয়। এবার রোড সেফটি কমিটির বৈঠকে উঠে এল শহরের হোর্ডিং রোগ। বিভিন্ন ট্রাফিক গার্ড ইতিমধ্যে বিপজ্জনক হোর্ডিং-এর তালিকা পাঠিয়ে দিয়েছে পুরসভায়।

মঙ্গলবার : সংসদে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ওবিসি আইন

সংশোধন বিল পাশ করিয়ে নিল কেন্দ্রীয় সরকার। বিরোধীরাও অন্যান্য বিষয়ে হৈ-হট্টগোল করলেও ওবিসি বিলে সমর্থন দিয়েছে বদনামের ভয়ে। সঙ্গে রয়েছে রাজ্যগুলির জন্য নিজেদের মত ওবিসি তালিকা তৈরির সুযোগ।

বুধবার : রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে অতিষ্ট সারা দেশ। বোঝা গেল

শীর্ষ আদালতের কড়া পদক্ষেপে। নির্দেশে বলা হয়েছে এবার থেকে প্রার্থী বাছাই করার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অপরাধের রেকর্ড প্রকাশ করতে হবে। ফৌজদারি মামলা হাইকোর্টের সায় ছাড়া প্রত্যাহার করা যাবে না। না মানলে শাস্তি।

বৃহস্পতিবার : শিক্ষা দিতে পারে নি সঞ্চয়িতা, সারদা, রোজ ভ্যালি,

আই-কোর বা অন্যরা। এখনও বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার রমরমা রাজ্য জুড়ে। কলকাতার বালিগঞ্জ ও উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে এমন দুটি সংস্থার ডিরেক্টরের বাড়িতে তল্লাশি চালালো সিবিআই। কাদের সমর্থনে এগুলি চলছে বা তদন্তে আদৌ কোনও ফল হবে কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন।

শুক্রবার : রাজ্যে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বজায় থাকল করোনা

বিধিনিষেধ। কিছু নিষেধ শিথিল করে নতুন কোভিড বিধি জারি করল রাজ্য সরকার। স্কুল না স্কুল, কলেজ, লোকাল ট্রেন। রাতের ছাড় বাড়ল দু ঘন্টা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

গান্ধিজির আগে লবণ আন্দোলন করেছিলেন বাংলার বিপ্লবীরা

আলিপুর জজ কোর্টের এই ঘরেই বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ করতেন আধ্যাত্মিক সাধনা

কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আগস্ট মাস এলেই ১৫ তারিখের আবেগ চালিত দিনটার কথা মনে পড়ে। কিন্তু কোথাও যেন মনের কোণে অখন্ড ভারতের সেই চিত্রটা বার বার মনে পড়ে। যখন লিখছি এই দিনটা হলো ১১ আগস্ট, ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস। বার বার মনে পড়ছে আমার কর্মস্থানের সেই ঘরটা। ১৫ আগস্টের দিনটা কাকতালীয়ভাবে ঋষি বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের জন্মদিন। আলিপুর কোর্টে আলিপুর বোমা মামলার এবং বরাহনগর বোমা মামলার বিচার কার্য চলেছিল সেই ঘরেই অন্যান্য বহু বিপ্লবীদের সঙ্গে ঋষি অরবিন্দও ছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানেই তাঁর সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। প্রায় এক বছর ধরে চলেছিল এই মামলার শুনানি। প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী অবস্থাতেই মোক্ষ লাভ করেন তিনি। ঋষি অরবিন্দের বিপ্লবী থেকে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার বহু ঘটনাই সাক্ষী হয়ে আছে আলিপুর জজ কোর্টের ওই ঘরটি। বহু নথি ব্রিটিশ আমলের রেকর্ড রুমে রয়েছে এবং এই মিউজিয়ামেও স্থান পেয়েছে অনেক কিছুই। ঋষি অরবিন্দের কথা বলতে গেলে প্রামাণ্য কিছু নথির কথা লিখতেই হয়, যা এগুলিকে নিয়ে চর্চা করবার সময় বিভিন্ন ছোটখাটো জায়গা থেকে জানতে পেরেছি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন এক স্বনামধন্য সাংবাদিক। তখন 'সন্ধ্যা পত্রিকা' বিপ্লবীদের প্রতিবাদের মুখপত্র হিসাবেই বেরতো। শানিত তলোয়ারের মতো শানিত কলমের দ্বারা বিপ্লব আন্দোলনের মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল এই পত্রিকা। এই পত্রিকাতেই উপাধ্যায়বাবু কিংসফোর্ডের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী লেখা লিখেছিলেন। কিংসফোর্ড এক কিশোর ছেলেকে রাস্তায় খুব মেরেছিলেন সেটির প্রতিবাদ হিসাবে তিনি তুলে ধরেছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁর উপর ব্রিটিশ সরকার একটি মামলা করে। তিনি ১৩ বার ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। যখন তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছিল তখন তিনি বলেছিলেন, ব্রিটিশের কোনও কারাগার তাঁকে আটকে রাখতে পারবে না। শেষমেষ তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং জেলে নিয়ে যাওয়ার পরে তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর বোনেরা মিলে প্ল্যানচেট করতেন। এই রকমই একদিন প্ল্যানচেটে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে তাঁরা স্মরণ করেন এবং উপাধ্যায়বাবু বলেন, একজন হতদরিদ্র বিপ্লবী তার নিজের জন্য উকিল খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং ভালো উকিল খুঁজে পাচ্ছেন না তখন চিত্তরঞ্জন দাসকে উপাধ্যায়বাবু নির্দেশ দেন যেন সে তাঁর মামলাটা নেন। এবং কিছুদিন পরেই কিছু লোক চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং উনি সেই মামলাটি লড়বার জন্য সম্মতি দেন। আসামী পক্ষের সঙ্গে সব উকিলরাই প্রথমে একবার কথা বলে নেয়। উনি সেই মতন জেলে গিয়ে অরবিন্দর সঙ্গে দেখা করলেন এবং হকচকিয়ে

গিয়ে দেখলেন তাঁর সামনে শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব। সি আর দাস বুঝলেন এবং অরবিন্দ ঘোষের হয়ে মামলা লড়তে শুরু করলেন। জজ হিসাবে ছিলেন সি পি বেজক্রস আর ইনি আবার ছিলেন অরবিন্দ ঘোষের বন্ধু। যখন তাঁরা বিদেশে পড়াশুনা করতেন। এরপর মামলা চলে প্রায় এক বছর। এবং যখন রায় দান হলো তখন দেখা গেলে শ্রী অরবিন্দ বেকসুর খালাস। অরবিন্দ ঘোষকে ভোর রাত্রে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল ৪৮নং গ্রে স্ট্রিটের বাড়ির দোতলা থেকে। এই রকম বিভিন্ন ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে আলিপুর কোর্টের অলিন্দে অলিন্দে। ট্রায়ালের ওই ঘরটার ইঁট সাক্ষী হয়ে রয়েছে বিপ্লবীদের সাথে ব্রিটিশ সরকারের আইনি যুদ্ধের। আমার কাছে ওই ঘরটি একটি পুণ্যতীর্থ বিপ্লবীদের স্পর্শে পূর্ণতা পেয়েছে। ঘরটিতে ঢুকলেই শিউরে উঠি আমি। এখনকার প্রজন্মের কাছে এই সব ইতিহাস পৌঁছয় নি। তার জন্য হয়তো দায়ী থাকব আমরাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরমের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষকে নিজের মায়ের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে বেঁধে দিয়েছিলেন কিন্তু সেই মায়ের বীর সন্তানদের ইতিহাস কজনই-বা জানতে চায় বা জানতে দিই আমরা। তাই জন্যই হয়তো আজ এতো দেশপ্রেমের অভাব। বিপ্লবীদের বিভিন্ন জিনিসের সম্ভার আলিপুর কোর্টের এই ঘরটিতে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে। কীভাবে হয়েছিল ভারতের পতাকার রূপ পরিকল্পনা। বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট পতাকার দেখা মিলবে এখানে। প্রফুল্ল চাকী থেকে শুরু করে আরও বহু বিপ্লবীদের মামলা হয়েছিল এইখানে। সেই সব মামলার বিস্তারিত বিবরণও মেলে এখানে। অখন্ড ভারতের যেখানে যেখানে বিপ্লবীরা বোম মেরেছিল সেইসব বোমের ফর্মুলা ছিল একই। ছোট ছোট বাসের টিকিটের মতো কাগজে লেখা সেই ফর্মুলা বিপ্লবীদের পকেট থেকে মিলেছে যা সংগ্রহিত আছে এখানে। বিপ্লবীরা ধরা পড়লেই তাদের পকেটে মিলত স্বামী বিবেকানন্দের ছবি এবং ছোট ছোট গীতা। তাও সংরক্ষণ করা আছে এখানে। উল্লেখ্য একটি বিষয় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে পাহাড় প্রমাণ নথির থেকে তা হলো মহাত্মা গান্ধির লবণ আন্দোলনের আগে বাংলার মাটি থেকে মেদিনীপুরের ৯ জন বিপ্লবী মেদিনীপুরে লবণ আন্দোলন করেছিলেন। তাঁদের ৯ জনকেই পুলিশ নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু সেই ইতিহাস আমাদের সামনে আসেনি বা আনা হয়নি। এই সব ইতিহাসকে চাক্ষুষ করতে আলিপুরের এই মিউজিয়ামটা দেখা খুব প্রয়োজন, জানা খুব প্রয়োজন। বহু বিপ্লবীদের চিঠি এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। কারণ, পুলিশ বিপ্লবীদের চিঠি পাঠালেই তা গোপনীয়ভাবে দেখত এবং প্রয়োজন হলে সেগুলো পুলিশের কাছে রেখে দিত।

এরপর তিনের পাতায়

স্বাধীন ৭৫-এর নির্যাস

দুর্বৃত্তায়ন ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় গণতন্ত্রে

ওঁকার মিত্র : করোনাকালে এই লকডাউনের বাজারে শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে না কমছে। ছোটদের নিয়ে এক ঘরোয়া আলাপচারিতায় এ প্রসঙ্গে ক্লাস নাইন এবং টেন-এর বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিক্রিয়া হল অন্যান্য বিষয়ে আকর্ষণ বাড়লেও পলিটিকাল সায়েন্সে তাদের আগ্রহ কম। কেন? রাজনীতির যে ছবি তারা প্রতিদিন দেখে, উপলব্ধি করে তাতে এই বিষয়ে পড়া মানে তাদের কাছে সময় নষ্ট ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রাজনীতিই তো দেশের স্টিয়ারিং ধরে আছে। আগামী ভবিষ্যতরা অবশ্য তা মানতে নারাজ। তাদের কাছে রাজনীতি মানে ভয়, মারামারি, খুন-খারাপি, রক্তক্ষয়, ফলে এই বিষয়ে কিছুতেই আগ্রহ জন্মাতে চায় না তাদের।

আর মাত্র একদিন পর ভারতে সূচনা হবে স্বাধীনতা উদযাপনের প্লাটিনাম জুবিলির। দীর্ঘ এই ৭৫ বছর পর আগামী প্রজন্মের রাজনীতির প্রতি এই বিতৃষ্ণা কি অমূলক? গত মঙ্গলবার রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ণ আটকাতে কড়া নির্দেশ জারি করে সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বুঝেছে রাজনীতির যে দুর্বৃত্তায়ণ এখন চলছে তা আটকানো দেশের নির্বাচন কমিশনের কম্মো নয়। নানা ফাঁক গলে দুর্বৃত্তের দল আলো করে রয়েছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রাটিক রিফর্মস-এর তথ্য বলছে ক্রিমিনাল কেসে যুক্ত প্রার্থীর সংখ্যা ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ছিল ১৫ শতাংশ, যা ২০১৪ সালে হয় ১৭ শতাংশ এবং ২০১৯-এ ১৯ শতাংশ। এমনকি ২০১৯-এর নির্বাচনে প্রার্থীদের ১৩ শতাংশ খুন, অপহরণ, ধর্ষনের মত জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। নির্বাচনের ফল বেরোবার পর যে তথ্য বেরিয়ে এসেছে তাও যথেষ্ট চিন্তার। ২০০৯-এর লোকসভায় ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত সদস্যের সংখ্যা ছিল ৩০ শতাংশ, ২০১৪ সালে ৩৪ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে ৪৩ শতাংশ।

এরপর তিনের পাতায়

মন্দির সংস্কারে এগিয়ে এল গ্রামের মানুষ

কুনাল মালিক : প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের বাওয়ালীর মণ্ডল জমিদারদের প্রাচীন মন্দিরগুলো সংস্কারে এগিয়ে এল গ্রামের মানুষ। জমিদারদের স্থাপিত অসংখ্য মন্দির স্থাপত্য ধ্বংস হয়ে গেছে সংরক্ষণের অভাবে। নাটমঞ্চ, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ এবং বিভিন্ন বিগ্রহ শোভিত অপূর্ব টেরাকোটার কাজ করা মন্দিরগুলোর জন্য একসময় বাওয়ালীকে গুপ্ত বৃন্দাবন বা দ্বিতীয় বৃন্দাবন বলা হতো। প্রাচীন কালে গঙ্গাসাগরে আগত তীর্থযাত্রীরা গুপ্ত বৃন্দাবন দর্শন করে দেশে ফিরে যেতেন। হবু সাধুসন্ত ফকির দরবেশ বাওয়ালীতে এই সব মন্দিরগুলি দর্শন কালে জমিদারী ও পৃষ্ঠপোষকতায় ফকিরহাট খোলা নামক স্থানে অস্থায়ী আশ্রয় পেতেন। সেই স্থানটি আজও বর্তমান।সম্প্রতি বাওয়ালী গিয়ে চোখে পড়ল পাঁচটি প্রাচীন মন্দির সংস্কারের জোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে

সংস্কারে এগিয়ে এসেছে গ্রামের মানুষ। বাওয়ালী মন্দির উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাওয়ালী রাজবাড়ীর সন্নিকটে গোষ্ঠতলার মাঠ ফেলে ঢালাই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম। এক সময় তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি এই প্রাচীন মন্দির ও জঙ্গলে কপালকুন্ডলা সিনেমার সুটিং দেখতে এসেছিলাম।

এরপর তিনের পাতায়

রাজ্যের অভূতপূর্ব ও সফল দু'টি উদ্যোগ ফের জনতার দরবারে

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঐকান্তিক উদ্যোগে
১৬ আগস্ট, ২০২১ থেকে পুনরায় শুরু হবে

'দুয়ারে সরকার'
ও
'পাড়ায় সমাধান'

'দুয়ারে সরকার'-এর দৃষ্টান্তমূলক জনকল্যাণকর উদ্যোগের নব পর্যায়ের কর্মসূচিতে
ধারাবাহিকভাবে উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে থাকছে:

• স্বাস্থ্য সাথী • কন্যাশ্রী • রূপশ্রী • খাদ্য সাথী (রেশন কার্ড) • শিক্ষাশ্রী • জাতিগত শংসাপত্র
• তপশিলি বন্ধু • জয় জোহার • মানবিক • ১০০ দিনের কাজ • ঐক্যশ্রী

নতুন প্রকল্প/পরিষেবা

• লক্ষ্মীর ভান্ডার • স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড • কৃষকবন্ধু (নতুন) • বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা (পাসবই আপডেট)
• কৃষি জমির মিউটেশন এবং জমির রেকর্ডের ছোটখাটো ভুলের সংশোধন • ব্যাঙ্ক (নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা) ও আধার সংক্রান্ত সহায়তা

দুয়ারে সরকারের কর্মসূচি:

• ১৬ আগস্ট-১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্প চলবে
• ৮ – ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গৃহীত আবেদনপত্রের অনুসন্ধান চলবে
• ২৪ – ৩০ সেপ্টেম্বর যোগ্য প্রাপকদের শংসাপত্র ও সুবিধা প্রদান করা হবে

দুয়ারে সরকার
আপনার দরকার

'দুয়ারে সরকার'-এর ক্যাম্পে সকল প্রকল্প / পরিষেবার ফর্ম বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত ফর্ম ছাড়া অন্য কোনও ফর্ম গৃহীত হবে না। পরিষেবার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন। কোনও প্রলোভনে পা দেবেন না। অভিযোগ থাকলে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে (১০৭০/২২১৪-৩৫২৬) নম্বরে সরাসরি জানান অথবা আপনার নিকটতম 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র'-এ যোগাযোগ করুন।

ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়
সব সময়ে সবার সেবায়

পাড়ার প্রয়োজনে, পাড়ার পাশে

এলাকার জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান

১৬ আগস্ট-৩১ আগস্ট পর্যন্ত স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোর শূন্যতাপূরণ ও পরিষেবার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তীতে তার আশু সমাধান।

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা/পৌরনিগমে ক্যাম্প

@egiye_bangla | পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে | প্রতিটি ক্যাম্পে কোভিড বিধি অবশ্যমান্য

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১৪ আগস্ট – ২০ আগস্ট, ২০২১

স্বাধীনতার স্বচ্ছতা কোথায়?

দেশ জুড়ে ৭৫তম স্বাধীনতার প্রচার চলছে। ১৯০ বছর ব্রিটিশ গোলামির পর দেশ ভাগের মাধ্যমে ১৫ আগস্টের 'স্বাধীনতা' দিবস ভারতবাসী পেয়েছে। তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্বের চূড়ান্ত আপোষকামী মানসিকতা ও ক্ষমতা লাভের উদগ্র বাসনায় ব্রিটিশ চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে ভৌগোলিকভাবে তিন টুকরো করা হয় এদেশকে। দিল্লিতে ক্ষমতা লাভের পরেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু অহিংসা ম্যাজিকে দেশের স্বাধীনতার গল্প বিস্ময় প্রচার করে বেড়ান। তিনি খোদ ব্রিটেনের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন স্রেফ মাউন্টব্যাটেন পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সখ্যতার কারণে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান লুঠতরাজ ও নানা অপরাধের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যালঘু নির্যাতনের বধ্যভূমি পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় ধর্ম অতিরিক্ত মাত্রায় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সমগ্র উপমহাদেশে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। ভারত–পাক যুদ্ধের ইতিহাস সুবিদিত। তবু কমনওয়েথভুক্ত ভারতবর্ষ বিট্রেনের রাজবাড়ির প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। ঔপনিবেশিকতার মানসিকতায় কমবেশি প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই দোদুল্যমান। তবু খন্ডিত ভারত পায় পায় ৭৫ বছর পূর্ণ করল এবছর। অনেক পাওয়া না পাওয়ার ভিড়ে পিছনপানে চেয়ে দেখলে অনেক স্মৃতির ক্ষত আজও পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। যে আজাদ হিন্দ ফৌজের হাজার হাজার বলিদানের বিনিময়ে ব্রিটিশ দ্রুত দেশভাগ করতে বাধ্য হয় তার মূল্যায়ন আজও স্বাধীন ভারত করেনি। গান্ধিজির চশমা শোভিত স্বচ্ছ ভারতের বিজ্ঞাপন যেন বিদ্রূপ করে ইতিহাসের অস্বচ্ছ অধ্যায়কে। স্বাধীনতার অন্যতম কাণ্ডারী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে 'স্বাধীন' ভারতের অবমূল্যায়ণ যেন দেশে হাজার হাজার শহিদদের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আজও স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়নি দেশে নগরে গ্রামে জনমানসে। কেন্দ্রের যে রঙের সরকারই আসুক সত্য ধামা চাপা দেওয়ার ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুন্ন। প্রায় ৭০ বছর পর অনেক আশা জাগিয়ে নেতাজি সম্পর্কিত গোপন ফাইল রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ্যে আনলেও সেখানেও রয়ে গেছে নির্বাচিত ফাইল প্রকাশের কলঙ্কজনক প্রবণতা।

৭৫ বছরেও কেউ কথা রাখেনি। দেশের বুদ্ধিজীবী মহল কিংবা রাজনৈতিক মহলে আজও চর্চিত হয় শুধুমাত্র গান্ধিবাদের নিষ্ফল আরাধনা। প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষার পরিবর্তে অজস্র মিথ্যাচারের তথাকথিত তথ্য লেখানো হয় পড়ানো হয় এবং দেশ বিদেশে প্রচার করা হয়। নেতাজি সম্পর্কে চূড়ান্ত অস্বচ্ছতা রক্ষায় যেন প্রতিটি ভারত সরকারই দায়বদ্ধ। এক্ষেত্রে কংগ্রেস আমলের পরিবারতন্ত্রের যে ঘরানা ছিল তা যেন এই অমলিন। নেতাজির চরিত্র হনন থেকে শুরু করে তার বিমান দুর্ঘটনায় ভুয়ো মৃত্যুর গল্প শুধুমাত্র পাঠ্য বইতে নয় রাজনৈতিক নেতানেত্রীরাও লালন করে চলেন মনে মনে। সাম্প্রতিক অতীতে লক্ষ্য করা গেছে ১৮ আগস্ট শাসক ও বিরোধী দলের কোনও কোনও নেতা নেত্রী অসীম উৎসাহে নেতাজির মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপনে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। যদিও তারা ২৩ জানুয়ারি কিংবা নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে চূড়ান্ত মৌনতা অবলম্বন করেন।

দেশের জাতির প্রকৃত ইতিহাস জাতিকে মাটির শিকড়ে পৌঁছে দেয়। প্রকৃত দেশপ্রেমিক নাগরিক দেশের কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারে। বিপ্লবী শহিদ দেশপ্রেমিকরা যে অমূল্য দেশপ্রেমের ঐতিহ্য রেখে গেছেন তার শরণ ও মনন না করলে শুধুমাত্র মহাপাপ নয় অকৃতজ্ঞ জাতি হিসাবে ভারতের শাসককূল চিহ্নিত হবে। নেতাজিকে নিয়ে অস্বচ্ছতা বজায় রাখলে ভারতের স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে সার্থক হতে পারে না।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্‌বিচচক্ষিরে।।১৩।।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

দেবকীর সমস্ত জীবের আনন্দ প্রদানকারী এবং সর্বকারণের আদি কারণ। যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তি বেদ এবং মহাঋষিদের দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণ থেকে এটি জানেন। এভাবেই বিদ্বান ব্যক্তি সর্বেশ্বররূপে শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন।

যারা একমাত্র কৃষ্ণ উপাসনাতেই দৃঢ়ব্রত, তাঁরাই যথার্থ বুধ অর্থাৎ বিদ্বান বলে পরিগণিত হন। কেউ যখন প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ধীর আচার্যের মুখনিঃসৃত অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করেন তখনই এই রকম দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হয়। যার কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা নেই, তার এই সরল সত্যে বিশ্বাস হবে না। ভগবদ্‌গীতায় (৯/১১) এই রকম অবিশ্বাসীদের মূঢ় বা গর্দভ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই সব মূঢ়রা পরমেশ্বরকে অবজ্ঞা করে, যেহেতু তারা আচার্যের কাছ থেকে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেনি। যে জড়া প্রকৃতির ঘূর্ণাবর্তে চঞ্চল ও অধীর, সে আচার্য হওয়ার যোগ্য নয়।

ভগবদ্‌গীতা শোনার আগে অর্জুন পরিবার, সমাজ ও জাতির প্রতি আসক্তিবশত জড়–জাগতিক ঘূর্ণাবর্তে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। এভাবেই অর্জুন জড় জগতের একজন অহিংস এবং মানব–হিতৈষী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরম পুরুষের কাছ থেকে ভগবদ্‌গীতার বৈদিক জ্ঞান।

বিশেষ বার্তা

স্বাধীনতা দিবস পালনের সাথে সাথে সম্মান জানাতে হবে জাতীয় পতাকাকে তাই প্লাস্টিকের পতাকা ব্যবহার করবেন না। কাগজের পতাকা ব্যবহার করলেও তা যথাযথ স্থানে সরিয়ে রাখবেন। যাতে পরের দিন রাস্তায় লুটিয়ে না পড়ে। দেশকে সম্মান জানাতে হবে প্রত্যেক দিনই।

বাজার পড়ার আশায় গোঁফে তেল লগ্নিকারীদের

পার্থসারথি গুহ : ভারতের শেয়ার বাজার লাগাতার যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে খুব স্বাভাবিক হতে চলেছে একটি কারেকশন বা সংশোধনী। এখন প্রশ্ন হল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। পাশাপাশি ক্রুড অয়েলের দামে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ। তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথমে বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও পরে তারা ফের ক্রেতা হয়ে উঠবেন এটা নিশ্চিত। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে বাজেট দেখে আবার পরিপূর্ণভাবে বাজারে প্রবেশ করতে হবে বলে নিদান তাঁদের।

আরও একটা দিক যেটা আগামীতে ভারতের শেয়ার বাজারের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে তা দেশের আর্থিক বাজেট। যতদূর সম্ভব খবর সামনের বছরের উত্তরপ্রদেশ সহ বেশ কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০২২–র বাজেট হয়ে উঠতে পারে জনমুখী। সেক্ষেত্রে সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর সংস্কারমুখী বাজেট না হয়ে জনমুখী বাজেট হলে তাতে বিদেশিদের বিক্রির হার যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য। সেক্ষেত্রে অন্য একটা যুক্তিও অবশ্য আছে বুলদের হাতে। তাঁদের বক্তব্য, এখন ভারতের বাজারের সংজ্ঞা অনেকটাই পালটে গিয়েছে।

বছরখানেক ধরে এখানে বিদেশিরা আর নিয়ন্ত্রক থাকছেন না। বাজারে রাজত্ব করতে দেখা যাচ্ছে দেশি ফান্ড বা ডোমেস্টিকদের। দেশি বাবুদের এই রমরমার জমানায় বিদেশিদের বিক্রি কতটা প্রভাব ফেলবে তা লাখ টাকার প্রশ্ন। এর পালটা একটা যুক্তিও অবশ্য হাতের কাছে মজুত আছে। সেই তথ্য বলছে, বিদেশিরা যে পেস বা ভলিউমে বিক্রি করেন তার ধারেকাছে যদি তাদের সওদা (অবশ্যই বেচা) শুরু হয় তাহলে ভারতের বাজারের কপালে আরও অনেক দুঃখ নেমে আসতে পারে। সেদিকটায় অর্থাৎ বিদেশিদের কেনা–বেচার ভলিউমের দিকে তাই আপাতত সজাগ দৃষ্টি রাখবে শেয়ার বাজার। বস্তুত কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই বিদেশিরা ছিলেন ভারতীয় বাজারে কর্তৃত্বকারী বা নিয়ন্ত্রক। সেই ব্যাটন আপাতত হস্তান্তরিত হয়ে ডোমেস্টিক বা ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ডের হাতে এসেছে।

এতকিছু বিপদসঙ্কুল সম্ভাবনা থাকলেও যেভাবে মর্গ্যান স্ট্যানলি, মুডিজের মতো শেয়ার বাজারের রেটিং নির্ণয়কারী সংস্থা ভারতীয় অর্থবাজারের ওপর আস্থা পোষণ করছেন, বিশ্বব্যাঙ্ক যেভাবে ভারতের বৃদ্ধি নিয়ে আশাপ্রকাশ করছেন ও সর্বোপরি যে বিশাল টার্গেট নিফটি ও সেনসেক্সের জন্য এই দুনিয়া খ্যাত সংস্থাগুলি বেঁধে দিচ্ছে তাতে আবার নেতিবাচক ভাবতেই ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে ভয় ভয় হাতের শেয়ার তো বেচেবুচে দিলাম। তারপর ফের বুলরা বাজার ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যাবে না তো।

এই মুহূর্তে ভারতের নিফটি ১৬ হাজারের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। এই অর্থবাজার ২০২০–র করোনার প্রথম ধাক্কায় বেসামাল হয়ে ৮ হাজারে নেমে এসেছিল। নীচের ৮ আর ওপরের ১৬ ধরলে মাঝামাঝি জায়গাটা ১২ হাজার। সুতরাং ভারতের শেয়ার বাজার একবার বক্রীগতি লাভ করে ১২ হাজার আসবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এমনকি ১৪ হাজার হতেও পারে এই শক্তিশালী সূচক। সেমতো অবস্থার প্রেক্ষিত মাথায় রেখে অনেকেই বসে রয়েছেন সঠিক সময় লগ্নি করার জন্য। যদিও তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না কিছুতেই। সেই বাজার আপাতত কবে পড়বে সেদিকে তাকিয়েই বিনিয়োগকারীদের এই বড় অংশ।

৯ আগস্ট শহিদ স্মরণ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে এবার পা দেবে দেশ আগামী ১৫ আগস্ট। যদি ১৯৪২ সাল না আসত। তাহলে ১৯৪৭ সাল আসত না। এই ৪২ সালেই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। পরবর্তী সময়ে নিজের কাজের দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দেন জাপানে থাকাকালীন রাসবিহারী বসু। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনই পরে হয়ে ওঠে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ। সেই সময় বাঙালি তরুণদের কাছে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বাণীতে দেশ উত্তোলিত হয়েছিল। কলকাতা কলেজ স্ট্রিটের কাছে শ্রীমানী মার্কেটের শহিদ বেদীতে ফুলের মালা অর্পণ করে বাংলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চ্যাটার্জী একথা বলেন। তিনি আরও বলেন ইংরেজ দেশ ছাড়ো। সাত সমুদ্র তেরো নদী ছেড়ে যাও। ভারত মহামানবের দেশ। ১৩৩ কোটি মানুষের দেশ। দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, আগামী দিনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা

দেশকে দখল করে নিয়ন্ত্রণ করবে। তাঁর দূরদৃষ্টি ভাবনা প্রশংসাযোগ্য। ভারতের বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ রাশিয়া (রুশ) থেকে কখনই কম নয়। নতুন প্রজন্মকে স্মরণ করতে হবে। আত্মত্যাগ–আত্মবলিদান কখনই বিফলে যায় না। এই শহিদ বেদী রামমোহন লোহিয়া উদ্বোধন করেন। কংগ্রেস নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজ আসেন। এছাড়া বহু গুণীজনের পদধূলি পড়ে এই স্থানে। এখানে দু'জন আত্ম বলিদান দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবন প্রকাশ সাহা, গণেশ রাম, সৌকত নিয়োগী, সৌম্যদীপ দাশগুপ্ত, নৌসাদ আলম, দেবীপ্রসাদ দত্ত, অজন্তা দাস, প্রকাশ শীল। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন সুদীপ ব্যানার্জী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞপ্তি

উল্লেখ:- এন. এইচ. আর. সি. এর নির্দেশাবলী অনুসারে ইউ.টি.পি. জামাত লন্ডর এর সংশোধনাগারে মৃত্যুর ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত ।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে ইউ.টি.পি. জামাত লন্ডর প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার, কলকাতার থাকাকালীন গত ১১.০৭.২০২১ তারিখে শম্ভু নাথ পন্ডিত হাসপাতালে মারা যান। এই বিষয়ে একটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত করা হচ্ছে। অতএব এই সম্পর্কে কোনও ব্যক্তি বা নিকট আত্মীয়ের কোনও অভিযোগ থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্বাঃ
(অরিন্দম সরকার, আই. পি. এস)
উপনগরপাল এবং কার্যনির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট
তৃতীয় সশস্ত্র আরক্ষা বাহিনী, কলকাতা বডিগার্ড লাইন্স
৭, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭
টেলিফোন/ফ্যাক্স নং - ০৩৩-২৪০৯৯০৯৬

মৃৎশিল্পীদের প্যাকেজের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মৃৎ শিল্পীদের বিভিন্ন দাবি–দাওয়া নিয়ে উত্তরবঙ্গের মৃৎশিল্পীরা একত্রিত হলেন জলপাইগুড়িতে। মৃৎশিল্পী ও কুম্ভকার দের জন্য সরকারি সাহায্য ও প্যাকেজ ঘোষণা করা, প্রত্যেক মৃৎশিল্পী ওবিসি সার্টিফিকেট প্রদান, ডি আই সির মাধ্যমে শিল্পী ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণসহ ১১দফা দাবি নিয়ে জলপাইগুড়ি বন্ধু সমিতি ক্লাব ও পাঠাগার এ মিলিত হলেন উত্তরবঙ্গের মৃৎশিল্পীরা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা মৃৎশিল্পীরা তাদের ক্ষোভের কথা জানান তাদের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্ব রঞ্জিত বর্মন ক্ষোভের সুরে জানান মৃৎশিল্পীরা মূলত তাকিয়ে থাকেন শারদ উৎসব–এর দিকে সারাবছর মূল রোজগার তারা দুর্গাপূজা কালীপূজা সময় করে থাকেন। শুধু মৃৎশিল্পী নয়, কুম্ভকার যারা মাটির হাঁড়ি কলসি বানান তাদেরও উপার্জনের সময় এই উৎসবের মরসুম। করোনা অতিমারির কারণে গত দুই বছর ধরে উৎসবে ভাটা পড়েছে, গতবছর রাজ্য সরকার বিভিন্ন পূজা কমিটি কে অনুদান স্বরূপ ৫০০০০ টাকা দিলেও মৃৎ শিল্পীদের কথা একবারও তারা ভাবছেন না। এদিকে খড়, বাঁশ, প্রতিমা তৈরির উপকরণ মাটি সহ বিভিন্ন উপাদানের দাম বেড়ে গেলেও তারা তাদের প্রতিমা সহ বিভিন্ন মাটির সামগ্রীর দাম বাড়াতে পারছেন না পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য প্রদান করলেও তাদের জন্য কোনওরকম প্যাকেজ বা সরকারি সাহায্য ঘোষণা করছে না। এমনকি বাম জমানায় মৃৎশিল্পীরা যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন সেই সুযোগ সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত। এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে তাদের প্রতিমা সহ বিভিন্ন মাটির সামগ্রী তৈরি করা অসম্ভব হয়ে উঠবে বলে জানান তিনি। তাই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মৃৎশিল্পী ও কুম্ভকার দের নিয়ে আজ তারা প্রথম সম্মেলন করে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছেন মানবিক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকানোর জন্য। এই পেশায় যারা যুক্ত তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই পেশায় যুক্ত হতে চাচ্ছেন না পরিশ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক না পাওয়ার কারণে। তাই আগামীতে পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্পের ভবিষ্যত নিয়ে তারা সন্দিহান!

নবপর্যায়ের 'দুয়ারে সরকার'–এর প্রকল্প / পরিষেবাগুলি

স্বাস্থ্য সাথী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর

স্বাস্থ্য সাথী কার্ডধারী পরিবারের সদস্যরা পরিবার পিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পাবেন রাজ্য ও রাজ্যের বাইরের ২০০০–এরও বেশি হাসপাতালে ।

কন্যাশ্রী
নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর

এই প্রকল্পে যে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়

- কন্যাশ্রী– ১ (K1): সরকার স্বীকৃত নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অষ্টম বা তদূর্ধ্ব শ্রেণিতে পাঠরতা এবং ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সসীমার মধ্যে থাকা অবিবাহিতা মেয়েদের বার্ষিক ১০০০ টাকা হারে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।
- কন্যাশ্রী– ২ (K2): উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠরতা এবং আবেদন করার সময় ১৮ বছরের বেশি কিন্তু ১৯ বছরের কম বয়সের অবিবাহিতা মেয়েদের এককালীন ২৫,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়।

রূপশ্রী
নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর

এই রাজ্যের ১৮ বছরের বেশি যেসব মেয়ের পারিবারিক আয় বছরে দেড় লক্ষ টাকার কম, তাঁরা শুধুমাত্র প্রথমবার বিবাহের জন্য রূপশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারেন।

খাদ্য সাথী
খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর

নতুন ডিজিটাল রেশন কার্ড প্রদান ও কার্ড সংক্রান্ত সংশোধনের কাজ এবং রেশন কার্ডে আধার নং ও মোবাইল নং–কে সংযুক্তিকরণ করা হবে।

শিক্ষাশ্রী
অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর, আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর

৫ম থেকে ৮ম শ্রেণির তপশিলি জাতি ও আদিবাসী পড়ুয়াদের জন্য বছরে ৮০০ টাকা স্কলারশিপ দেওয়া হয়।

তপশিলি জাতি, আদিবাসী এবং ওবিসি শংসাপত্র
অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর, আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর

তপশিলি জাতি, আদিবাসী আর ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সুযোগগুলি পাওয়ার জন্য সাহায্য করবে এই সার্টিফিকেট।

জয় জোহার / তপশিলি বন্ধু পেনশন প্রকল্প
অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর, আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর

আদিবাসী মানুষদের জন্য জয় জোহার এবং তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের জন্য তপশিলি বন্ধু প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি মানুষদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মাসে ১০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হয়।

মানবিক
নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর

বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে তাঁদের মাসে ১০০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়।

১০০ দিনের কাজ
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

এই প্রকল্পে প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবার বছরে ১০০ দিন পর্যন্ত কাজ পেতে পারে।

ঐক্যশ্রী
সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর

এই প্রকল্পে তিন ধরনের স্কলারশিপ দেওয়া হয় :
ক) প্রি ম্যাট্রিক (প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত)
খ) পোস্ট ম্যাট্রিক (একাদশ শ্রেণি থেকে পিএইচডি পর্যন্ত)
গ) মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ (কারিগরি / বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমের জন্য)
এই শিবিরে এই প্রকল্পের পুনর্নবীকরণের (Renewal–এর) দরখাস্ত করা যাবে

নতুন প্রকল্প/পরিষেবা

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর

এটি এই রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা সদস্যদের জন্য ন্যূনতম মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রকল্প। ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি, এই রাজ্যের যে কোনও পরিবারের মহিলা সদস্য, কোনও সরকারি/সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা/বিধিবদ্ধ সংস্থা/পঞ্চায়েত/পৌরনিগম/পৌরসভা/স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা/ সরকার পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিয়মিত কোনও চাকুরি থেকে মাসিক উপার্জন করেন না–এইরূপ প্রত্যেক তপশিলি জাতি/আদিবাসী জনজাতি পরিবারের মহিলা মাসিক ১০০০ টাকা এবং তপসিলি জাতি/ আদিবাসী জনজাতি পরিবার ভিন্ন অন্য পরিবারের মহিলা সদস্য মাসিক ৫০০ টাকা সহায়তা পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প
উচ্চশিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গবাসী শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে, তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প সুদ অথচ দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধযোগ্য সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত শিক্ষাঋণ প্রদান।

কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্প
কৃষি দপ্তর

- কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পে খরিফ ও রবি চাষ শুরুর আগে কৃষি উপকরণ ক্রয়ের সুবিধার্থে এক একর বা তার বেশি চাষযোগ্য জমির জন্য বছরে দুই কিস্তিতে সর্বাধিক ১০০০০ টাকা অনুদান পাবেন। জমি এক একরের কম হলে আনুপাতিক হারে বছরে দুই কিস্তিতে ন্যূনতম ৪০০০ টাকা পাবেন।
- কৃষকবন্ধু (মৃত্যুজনিত সহায়তা)– ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সি কোনও কৃষক বা নথিভুক্ত ভাগচাষির মৃত্যু হলে তার আইনসম্মত উত্তরাধিকারী এককালীন ২ লক্ষ টাকা অনুদান পাবেন।

বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা
শ্রম দপ্তর

এই যোজনার অন্তর্গত প্রভিডেন্ট ফান্ডের পাসবই আপডেট করা হবে ।

কৃষি জমির মিউটেশন এবং জমির রেকর্ডে ছোটখাটো ভুলের সংশোধন
ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর

রেকর্ডকৃত মালিক/ রায়তের কাছ থেকে সরাসরি কেনা কৃষি জমি, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পূর্বসূরির মালিকানাধীন জমির মিউটেশন এবং জমির নথিপত্রে ছোটখাটো ছাপার ভুলের সংশোধন।

ব্যাঙ্কে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু– ইত্যাদির সুবিধা গ্রহণ করার জন্য দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এসেছেন অথচ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, সেইসব মানুষের জন্য দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এবার নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।

@egiye_bangla পশ্চিমবঙ্গ সরকার । আপনার পাশে, আপনার সাথে প্রতিটি ক্যাম্পে কোভিড বিধি অবশ্যমান্য

জয়নগরে বেহাল রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : দীর্ঘ দিনের বেহাল রাজ্য সড়কের গোচরণ থেকে মথুরাপুর যাতায়াত এখন নরক যন্ত্রণা। ভুল করে একবার এই সড়কে এসে পড়লে জীবন হাতে নিয়ে ফিরতে হবে। আর এমনই বেহাল রাস্তায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। মঙ্গলবার জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসত বাজারে একটি বালি বোঝাই ওভারলোডিং লরির যন্ত্রাংশ ভেঙে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল যানবাহন চলাচল। ফলে সমস্যায় পড়লেন নিত্যযাত্রীরা।এলাকার মানুষদের অভিযোগ, গোচরণ থেকে মথুরাপুর বাপুলি বাজার অবধি ২২ কিমি রাস্তা পুরোপুরি বেহাল দীর্ঘ ২-৩ বছর ধরে। ভোট আসে আর শুধু রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মিথ্যার ফানুস ওড়ে। আসলে তাদের বেশির ভাগই এই রাস্তা ব্যবহার করে না। দীর্ঘ ৪৪ বছরে জয়নগর উন্নয়নে সবার পিছনে আছে। আসলে এই এলাকার উন্নয়ন চায় না বলেই এই

অবস্থা। এই রাস্তাকে এখন নদী পথ বলা যেতে পারে। এই রাস্তার কাজের জন্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কাজ শুরু করা হয়েছে। অভিযোগ খুব ধীর গতিতে কাজ চলছে। ফলে বেহাল রাস্তার বেশির ভাগ জায়গায় জল জমে গেছে। আর তাতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ থেকে গাড়ি চালক। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দক্ষিণ বারাশত বাজার, দাসপাড়া, জোড়াপুল, হাসিমপুর, বহড়ু নাইয়া পাড়া, পঞ্চায়েতের সামনে, কলুর মোড়, বহড়ু বাজার,মাঝের পাড়া, ঢিবের হাট, কাকা পাড়া, মুচি পাড়া, দুর্গাপুর, মিত্রগঞ্জ বাজার, মিত্র পাড়া, স্টেশন মোড় প্রভৃতি এলাকা। আর এ দিকে মঙ্গলবার কুলপি রোডের দক্ষিণ বারাশত বাজারের উপরে বেহাল রাস্তায় একটি বালি বোঝাই ট্রাকের যন্ত্রাংশ ভেঙে বিকল হয়ে যায়। ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার পর দুদিকে নো এন্ট্রি করে দেয় জয়নগর থানার সাব ট্রাফিক গার্ড। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় জয়নগর থানার কর্তব্যরত ট্রাফিক গার্ডের পুলিশকর্মীরা। তাঁরা জানান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই গাড়িটির মেরামতি করা হচ্ছে।তবে এই বেহাল রাস্তার কাজ কবে শেষ হবে আর কতদিনে এই নরক যন্ত্রণা থেকে সাধারণ মানুষ রেহাই পাবে তাঁর কোনো উত্তর অবশ্য পূর্ত দপ্তর দিতে পারেন নি।

পঞ্চায়েত অফিস ভাঙচুর তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরে ২ নং ব্লকের বিজেপি সিপিআইএম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সোমবার বেলায় এই ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর দু'নম্বর ব্লকের অন্তর্গত জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার বেলে দুর্গানগর গ্রামপঞ্চায়েতে। মোট ১৮ জন সদস্য নিয়ে এই পঞ্চায়েত। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে এই পঞ্চায়েতে বিজেপি ৬, তৃণমূল কংগ্রেস ৬, সিপিআইএম ৩ ও নির্দল ৩টি আসন পায়। বিজেপি, সিপিআইএম ও নির্দল সদস্যরা মিলে বোর্ড গঠন করেন। এখানে প্রধান নির্বাচিত হন বিজেপির মানু মন্ডল ও উপপ্রধান হন সিপিএমের নাসিরুদ্দিন মোল্লা। অভিযোগ এ দিন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস খোলার পরে বেশ কিছু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে অফিসে ঢুকে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। আর এই নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে একটা সময় উত্তেজিত তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের বিভিন্ন ঘরে ঢুকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। আর এই কাজে বাঁধা দিতে গিয়ে প্রচুর মার খায় সিপিএম সদস্য প্রতিমা সরদারের স্বামী স্বপন সরদার। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বকুলতলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির মানু মন্ডল বলেন, বিধানসভার ভোটের পর থেকে বিরোধী দলের হাতে থাকা পঞ্চায়েত বোর্ড গুলো দখল করতে উঠে পড়ে লেগেছে শাসক তৃণমূল। আর এই পঞ্চায়েতের কোনো সদস্যকে তৃণমূল নিজেদের দিকে টানতে না পেরে ক্রমাগত পঞ্চায়েতের কাজে বাঁধা দিচ্ছে।আর এদিন বেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত কিছু গুন্ডা বাহিনী এসে এই পঞ্চায়েত ভাঙচুর, মারধর করে। আমায় আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায়। আমাদের এক সদস্যের স্বামী এই বিক্ষোভ আটকাতে গেলে মারধর করা হয় তাঁর ওপর। ৪-৫ লক্ষ টাকার সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে ওরা। সিসি ক্যামেরা, কম্পিউটার,পাখা সহ একাধিক জিনিস ভাঙচুর চালায় ওরা। অরাজকতা সৃষ্টি করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা এ ব্যাপারে থানা, বিডিও ও উচ্চ পর্যায়ে জানিয়েছি। তবে তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন জয়নগরের বিধায়ক তৃণমূলের বিশ্বনাথ দাস। তিনি বলেন, এর সাথে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো ভাবেই জড়িত নেই। নিজেদের দুর্নীতি চাপা দিতে নিজেরাই এসব করে নাটক দেখাচ্ছে।জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজ মল্লিক বলেন, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাপের কামড়ে আর মৃত্যু নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষার শুরু থেকেই সাপের কামড়ের ঘটনা বেড়ে চলেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গ্রামগুলোতে। অনেকে আবার সাপের কামড়ের রোগীকে ওঝা-গুনিনের কাছে নিয়ে গিয়ে সময় নষ্ট করেন। সেই কারণেই সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা অনবরত ঘটেই চলেছে। অনেকেই আবার সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে রোগীকে নিয়ে যায় গ্রামীণ চিকিৎসকদের কাছে। গ্রামীণ চিকিৎসকরা অনেক সময় রোগীর সঠিক রোগ ধরতে ব্যর্থ হয়, ফলে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। এমন অভিযোগ হাজার হাজার রয়েছে। এমন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে উদ্যোগী হয়েছেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক এবং ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা। তাঁদের উদ্যোগেই কয়েকদিন আগে ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত ধর্মতলা গ্রামের আমতলা মতিরাম হাইস্কুলে এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার অপূর্বলাল সরকার, সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্রনাথ রায়, স্থানীয় গোপালপুর পঞ্চায়েত প্রধান নন্দকিশোরে সরদার, গ্রামীণ চিকিৎসক আশরাফ

হালদার, যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার বিজন ভট্টাচার্য, দেবাশীষ দত্ত সহ প্রায় শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষজন। সাপে কামড়ালে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসার বার্তাই দেওয়া হয় সচেতনতা অনুষ্ঠানে। অন্য দিকে, কোনও ভাবেই - যেন ওঝা-গুনিনের কাছে সাপের কামড়ের রোগীকে নিয়ে গিয়ে সময় নষ্ট না করেন, সে কথা বলা হয়। যখনই কোনও গ্রামীণ চিকিৎসক রোগীর সঠিক কী হয়েছে তা বুঝতে পারছেন না, তখনই তিনি যেন রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। সুন্দরবন সহ আমাদের দেশে প্রায় ২৫০ প্রজাতির সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৫২ প্রজাতির সাপ বিষধর। আবার এই ৫২ প্রজাতির মধ্যে ৪০ টি সামুদ্রিক সাপ। সুন্দরবন সহ রাজ্যে ৬ প্রজাতির বিষধর সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এই ছয়টি সাপের মধ্যে ৪ টি সাপের কামড়ে বেশীর ভাগই মানুষের মৃত্যু হয়। বিষধর সাপগুলি হল, কালাজ, শঙ্খচূড়, কেউটে, শাঁখামুটি, গোখরো, চন্দ্রবোড়া, এবং গেছোবোড়া। বিষহীন সাপগুলি হল, ঘরচিতি, কালনাগিনী, দাঁড়াশ, লাউডগা, তুতুর, লালবালিবোড়া, বেতআছাড়, অজগর, জলঢোঁড়া, মেটেলি, জলমেটেলি। মুলত সুন্দরবন এলাকায় কালাচ, কেউটে, চন্দ্রবাড়োর মতো বিষধর সাপের কামড়ের ঘটনা বেশি ঘটে। সব থেকে বেশি কালাচ সাপের কামড়ের ঘটনা নজরে পড়ে এবং মৃত্যুও হয়েছে। কালাচ সাধারণত রাতে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় কামড় দেয়। শুরুতে সে ভাবে কোনও ব্যথা-যন্ত্রণা হয় না রোগীর। শরীরে সে ভাবে সাপের দংশনের চিহ্নও থাকে না, রক্তও বের হয় না। তবে যত সময় গড়ায়, ততই সাপে কাটা রোগীর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে অনেক গ্রামীণ চিকিৎসকই সঠিক কী কারণে রোগীর শরীর খারাপ হচ্ছে, তা বুঝে উঠতে পারেন না। ফলে তাঁরা দীর্ঘক্ষণ ধরে সেই রোগীর নানা ধরনের চিকিৎসা করতে থাকেন। এতে অনেকাংশে বেড়ে যায়। এ বিষয়টিও আলাচেনায় জোর দেওয়া হয়। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্রনাথ রায় বলেন, সাপে কামড়ালে যত দ্রুত যে কোনও ভাবেই সরকারি হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে আসতেই হবে। তা হলেই প্রাণ বাঁচবে। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ চিকিৎসক, এলাকার স্বাস্থ্যকর্মী, জনপ্রতিনিধি সকলকেই আরও বেশি সজাগ ও তৎপরতার সাথে উদ্যোগী হতে হবে, কারণ সাপে কামড় দিলে প্রথম ১০০ মিনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার অন্যতম সদস্য দেবাশিস দত্ত বলেন আমরা প্রতিনিয়ত মানুষকে বাঝোচ্ছি, ওঝা-গুনিন নয়। সাপের কামড়ের চিকিৎসা শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালেই সম্ভব। কারণ সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক এভিএস একমাত্র সরকারী হাসপাতালেই পাওয়া যায়।

বিস্ফোরক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার গভীররাতে হস্তিকান্দা জঙ্গলে দুটি ভ্যান থেকে ৩৪০০ জিলোটিন স্টিক সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ধৃতরা হলো - কালীপদ লেট, যশপাল সিংহ, রাহুল যাদব, বাপি ঘোষ, শুকদেব লেট। মঙ্গলবার রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে ধৃতদের আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক । ২৩ জুলাই সন্ধ্যায় কালিকাপুরে বোমা বাধাঁর সময় বিস্ফোরণে দুজন জখম হয়ে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। একজনকে আটক করেছে পুলিশ। ২৪ জুলাই দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে বোম্ব স্কোয়াড।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের যুব ফেডারেশন ইউনিট কর্তৃক ভদ্রেশ্বর-বিঘাটি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ভদ্রেশ্বর স্টেশন রোডে গর্ভনমেন্ট কলোনির বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ে গত ৮ আগস্ট এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ভদ্রেশ্বর-বিঘাটি শাখার সম্পাদক সন্দীপন তালুকদার বলেন, রাজ্যে দিয়েছেন। মানিকনগর শাখার যুব ফেডারেশনের সম্পাদক সুভাষ রায় এ প্রসঙ্গে জানান, এলাকার কেউ যদি আচমকা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং তাঁর যদি রক্তের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে রক্ত দিয়ে সেই ব্যক্তিকে সহযোগিতা করতে পারবেন। শিবির উদ্বোধন করেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক

রক্তের সঙ্কট মেটাতে এই রক্তদান শিবির। যাতে অন্তত রক্তের জন্য ভদ্রেশ্বরবাসীকে বিপদে পড়তে না হয়। এদিন প্রতিটি রক্তদাতাকে সার্টিফিকেট সহ কামিনী গাছের চারা হাতে তুলে দেওয়া হয়। রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন চন্দননগর ব্লাড ব্যাঙ্ক। সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায় চৌধুরীর স্মৃতিতে এই শিবিরে ৬০ জন রক্ত সৃজন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবগোপাল চক্রবর্তী, এসএফআইয়ের কনভেনার নীলাদ্রি কোলে, এবিপিটিএ রাজ্য সম্পাদক মোহন দাস পণ্ডিত। সুধা চক্রবর্তী। এতে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, রেড ভলান্টিয়ার্স সংগঠন যুক্ত ছিলেন।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ আগস্ট সকালে জয়রামপুর সেতুর কাছে অচৈতন্য অবস্থায় সোমনাথ মন্ডল ও মন্দিরা মন্ডলকে উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। ভাগ্নে নিত্যানন্দ মন্ডল লক্ষাধিক টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে সোমনাথ ও মন্দিরা অভিযোগ পরিবারের। নিত্যানন্দ পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানা।

স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : এসএফআই রাজ্য সহসম্পাদক রুদ্রদেব বর্মনের নেতৃত্বে দ্রুত স্কুল কলেজ চালু করা, আদিবাসী হোস্টেলগুলির সংস্কার, ভর্তির ফি কমানো, পড়ুয়াদের বিনামূল্যে কোভিড টিকাকরণের ব্যবস্থা করার দাবিতে বুধবার সিউড়িতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে স্মারকলিপি দিলো এসএফআই। এসএফআই লোহাপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে নলহাটি-২ ব্লকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

নকল সোনার বুদ্ধমূর্তি সহ গ্রেফতার

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত জীবনতলা থানার পুলিশ। রবিবার রাতে একটি নকল সোনার বুদ্ধমূর্তি ও নগদ টাকা সহ গ্রেফতার করলো এক অভিযুক্তকে।

পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে জীবনতলা থানা এলাকার দুই যুবক তৈরী করেছিল পিতলের বুদ্ধমূর্তি। সেই মূর্তিকে সোনার তৈরী বলে বিক্রি করার ছক কষেছিল জীবনতলা থানার অধীনস্থ পয়না এলাকার মল্লিকাটির সন্তাখালির বাসিন্দা বছর তেইশের যুবক অভিজিৎ মন্ডল ও বছর ত্রিশের আবু গায়েন। মূর্তিটি বিক্রি করার জন্য

তারা যোগাযোগ করে বিষ্ণুপুর থানা এলাকার জনৈক এক ব্যক্তির সাথে। বুদ্ধমূর্তিটি বিক্রির জন্য ক্রেতার সাথে মূল্য নির্ধারিত হয় ৪ লক্ষ টাকা। রবিবার সন্ধ্যায় ক্রেতাকে দুই অভিযুক্ত জীবনতলা থানা এলাকায় ডেকে নেয়। এরপর জনৈক ক্রেতার কাছে টাকা চায় অভিযুক্তরা। ক্রেতা জানায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাগে রয়েছে এবং এরপর বাকি টাকা পরে দেবেন। অভিযুক্তরা এরপর একপ্রকার টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় ক্রেতার কাছ থেকে। টাকার ব্যাগ ও বুদ্ধমূর্তি নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। ক্রেতা সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়ে জীবনতলা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। ওসি সমরেশ ঘোষের নেতৃত্বে জীবনতলা থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে। ঘটনার ২৪ ঘন্টা অতিবাহিত হতে না হতেই জীবনতলা থানার পুলিশ অতি তৎপরতার সাথে দেউলি থেকে গ্রেফতার করে মুল অভিযুক্ত অভিজিৎ মন্ডলকে। তার কাছ থেকে নকল বুদ্ধমূর্তি ও নগদ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতকে জেরা করে অপর অভিযুক্ত আবু গায়েনের খোঁজে এলাকায় চিরুনী তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

দুর্বৃত্তায়ন ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় গণতন্ত্রে

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের মধ্যে এগিয়ে রয়েছে গোয়া (৩২%), কেরালা (২৯%), বিহার (২৬%), এবং ঝাড়খন্ড (২৬%)। তলার দিকে অবস্থান করছে হরিয়ানা (৭%), রাজস্থান (৬%) এবং অসম (৭%)। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এগিয়ে ক্রিমিনাল কেসে অভিযুক্ত সংসদের শতকরা হিসাবে।

রাজনৈতিক দলগুলিতে দুর্বৃত্তের বা দাগী আসামীর এই ভয়াবহ সংখ্যা মোটেই গণতন্ত্রের পক্ষে সুখকর নয়। তাই সুপ্রিম কোর্ট স্বাধীনতার ৭৫ বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রার্থী নির্বাচন করার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রার্থীর অপরাধমূলক রেকর্ড প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়াও রাজনৈতিক ভন্ডামি বন্ধ করতে কড়া মনোভাব দেখিয়ে শীর্ষ আদালত বলে দিয়েছে সাংসদ-বিধায়কদের বিরুদ্ধে চলা ফৌজদারি মামলা হাইকোর্টের সায় ছাড়া প্রত্যাহার করা যাবে না। এমন কি শীর্ষ আদালতের নির্দেশ আসার আগে বদলানো যাবে না এজলাস। সুপ্রিম কোর্ট সাংসদ বিধায়কদের ফৌজদারি মামলার অগ্রগতির রিপোর্ট তলব করতে বিশেষ বেঞ্চ গড়ারও নির্দেশ দিয়েছে।

এবার ভারতীয় গণতন্ত্রের আর এক রহস্যের দিকে তাকানো যাক যার বলে দুর্বৃত্তরা নির্বাচনে জিতে সংসদ-বিধানসভার মতো আইনসভার সদস্য হন। রহস্যের এই রত্নগুলি হল পুলিশী ক্ষমতা, সরকারি অর্থবল, দুর্নীতি, আইনের দুর্বলতা, মূল্যবোধের অভাব, ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি এবং নির্বাচন কমিশনের ত্রুটি বিচ্যুতি। মূলত এসব কারণেই দুর্বৃত্তদের প্রবেশ ঘটে রাজনীতিতে। এর সঙ্গে কাজ করে ভয়-ভীতি। এভাবেই অতীতের স্বচ্ছ ভাবমূর্তির রাজনীতিকদের সরিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে দুর্বৃত্তের দল। এরাই পেশী ও অর্থবল যুগিয়ে হয়ে উঠছে দলের সম্পদ। আর সমাজ হয়ে উঠছে এইসব ক্রিমিনালদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। এইজন্যেই কি হাজার হাজার সংগ্রামী আত্মবলিদান দিয়েছিলেন শুধু স্বাধীনতার জন্য? লালকেল্লায় যখন ফের জাতীয় পতাকা উঠবে, রাজনীতিকরা জায়গায় জায়গায় গরম গরম বক্তৃতা দেবেন তখন এই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করবে প্রত্যেকটি পতাকাবেদীর চারপাশে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশাবলী কি পারবে ভারতের আগামী রাজনীতিকে সাফসুতরো করতে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী বিধি না মানার অপরাধে জরিমানা করেছে শীর্ষ আদালত কিন্তু তারা ভাবলেশহীন। আসলে গণতন্ত্রের কাঠামোর ভীতে ঘুন ধরেছে ব্রিটিশ শাসকের অনুকরণে। এ ঘুন এত সহজে নির্মূল হবার নয়। এজন্য দেশবাসীকে অনেক মূল্য দিতে হবে।

মন্দির সংস্কারে

প্রথম পাতার পর

দেখেছিলাম বাঘ ছাল পরিহিত কাপালিকরূপী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দেখেছিলাম সুমিত্রা মুখার্জী এবং মহুয়া রায় চৌধুরীকে। ভিতরে একটি নাটমঞ্চে বসেছিলেন বাওয়ালী মন্দির উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক সুমন পাড়ুই। তিনি জানালেন, মূলতঃ গ্রামের মানুষের হার্দিক সহযোগিতায় মন্দির সংস্কারের কাজ চলছে। মূলত পাঁচটি মন্দির ও নাটমঞ্চ সংস্কার করা হচ্ছে। রাধাকান্ত জীউ, নচূড়া মন্দির বিশিষ্ট রাধা গোপীনাথ জীউ, গোপাল জীউ, রাধাবল্লভ জীউ এবং গোবিন্দ জীউ মন্দিরের। সুমন বাবু জানালেন, মন্দির সংস্কার হবার পর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হবে। সব বিগ্রহই রাধাকান্ত জীউ মন্দিরে রেখে নিত্য আরাধনা হয়। শুধু গোপাল জীউর সোনার মূর্তি চুরি যাবার পর উদ্ধার করে কোর্টের হাতেতুলেদেওয়হয়েছিল। কিন্তু জমিদারী বিবাদের জেরে তা এখনও অধরা। সুমনবাবু বলেন, জমিদারদের ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জনই আমাদের এই উদ্যোগে সহযোগিতা করছেন। আমরা চাই বাওয়ালী গুপ্ত বৃন্দাবনকে নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনতে। যেখানে তীর্থ যাত্রীরা বিনা মূল্যে মন্দির দর্শন ও পূজার্চনা করতে পারেন। তিনি আরও বলেন, এরপর ধ্বংসপ্রাপ্ত জলটুঙ্গী স্থাপত্যও সংস্কার করা হবে। বাওয়ালী মণ্ডল জমিদার বংশের উত্তরসুরী এই প্রজন্মের যুবক সৈকত মণ্ডল জানালেন, আমাদের বংশের প্রাচীন মন্দির সংস্কার হচ্ছে এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। তবে বাওয়ালী-টালিগঞ্জের যে সব জমিদার বংশের উত্তরসুরীরা আছেন, তাঁদের সকলকে ডেকে একটা সভা করে রেজিউলেসন করা উচিত। না হলে আগামী দিনে নানা আইনী জটিলতা দেখা দিতে পারে। জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী এই প্রসঙ্গে বলেন, মণ্ডল জমিদারদের ঐতিহাসিক প্রাচীন মন্দির ও নানা স্থাপত্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। গ্রামবাসীরা যদি তা সংস্কার করেন, তাদের তো সাধুবাদ দিতেই হয়।

প্রসঙ্গত বাওয়ালী রাজবাড়ী এখন বহু মানুষের কাছে পরিচিত। দেশ-বিদেশ থেকে এখানে অনেকেই বেড়াতে আসেন। সেলিব্রিটিদের নানা অনুষ্ঠান হয়। এই রাজবাড়ীটিরও একটি ইতিহাস আছে। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচু গোপাল মাজীর গ্রন্থ থেকে জানা যায়- প্রায় ২০০ বছর আগে হরানন্দবাবুর পৌত্র জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল যে বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করান তা বোধকরি বাওয়ালী জমিদারী যুগের সর্বসেরা কীর্তি। এটি উদয়নারায়ণ প্রাসাদ নামে খ্যাত। বর্তমানে এর অনেক নাম- ১) বিজয়বাবুর বাড়ি ২) রবীনবাবুর বাড়ি ৩) অরুণবাবুর বাড়ি ইত্যাদি। আসলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজন্মে ভিন্ন ভিন্ন নাম। অট্টালিকাটির দুটি ভাগ। পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত দুটি অংশের বড় অংশটি টেনিস খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হত। অপেক্ষাকৃত ছোট অংশে সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবানুষ্ঠান হত। দ্বিতল অট্টালিকার উপর নীচ করে চুয়াল্লিশ খানি ঘর। গথিক শৈলির অট্টালিকার সামনে পুকুর ও স্নানের ঘাট। অট্টালিকাটি আকর্ষণীয় তার বহুল কারুকার্যের জন্য। বর্তমানে এটি হস্তান্তরিত হয়ে বাওয়ালী রাজবাড়ী নামে একটি বিনোদভবনে পরিণত হয়েছে।

রক্তদানে ক্ষুদিরাম বসুকে স্মরণ

দেবাশিস রায় : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বকণিষ্ঠ শহিদের নাম ক্ষুদিরাম বসু। ইংরেজ শাসকদের বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। আয়োজিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, প্রখ্যাত দুই ফুটবলার মানস

১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট মুজফফরপুর জেলে তিনি হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন। প্রতিবছর দেশবাসী এ'দিনটিতে যথোচিত মর্যাদায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুকে স্মরণ করে। এবারও যার অন্যথা হয়নি। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার মালডাঙায় স্থানীয় বাসিন্দারা স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৪ তম আত্মবলিদান দিবস পালন করলেন। এই উপলক্ষ্যে ভট্টাচার্য এবং প্রশান্ত বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। বক্তাগণ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ক্ষুদিরাম বসু সহ দেশমাতার বীর সন্তানদের আত্মবলিদানের কথা তুলে ধরেন। এদিন বিকেলে কাটোয়া শহরের সাংস্কৃতিক সংস্থা জাগরী স্থানীয় বিজ্ঞান মঞ্চে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। পাশাপাশি সংস্থাটি এদিন তাদের ২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

বাংলার বিপ্লবীরা

প্রথম পাতার পর

ঋষি অরবিন্দ তাঁর স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠি রয়েছে যেখানে তিনি বলছেন, 'তোমার কাছে কংগ্রেস থেকে অনেকেই যেতে পারে আমাকে কংগ্রেস যোগ দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করাতে কিন্তু জেনে রেখো আমি কোন দিনই কংগ্রেসে যোগদান করবো না।' সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এখানেই রয়েছে প্রফুল্ল চাকীর মৃতদেহের ছবি। ক্ষুদিরাম বসুর মামলা এখানে না হলেও সেই নথিগুলি এখানে সংগৃহীত আছে এবং তিনি ধরা পড়ার পর বেশ কিছু অরিজিন্যাল ছবি এখানে পাওয়া যায়। এখানে আছে ব্রিটিশ পুলিশের তৈরি করা ১০৫ ফুট লম্বা একটি চার্জশিটের কপি। এই সব বিস্তর জিনিস নিয়ে পড়াশুনো এবং গবেষণা করবার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি কলকাতা হাইকোর্টের সঙ্গে কথাও হয়েছে একটি বিল্ডিং তৈরি করার মিউজিয়ামটিকে আরও বিস্তারিতভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য। এবং যুব সমাজ যাতে এগিয়ে এসে এগুলি নিয়ে গবেষণা এবং পড়াশুনো করতে পারে সেজন্য অত্যাধুনিকভাবে তৈরি হবে পড়াশুনো করার জায়গা এবং অন্য দেশ বা অন্য রাজ্য থেকে আসা আগ্রহী গবেষকরা যাতে এখানে থেকে গবেষণা করতে পারে সেজন্য তাদের থাকার জায়গা। জানি না এ স্বপ্ন আমার বাস্তবে পরিণত হবে কি না। কিন্তু না হলে যে ইতিহাস নষ্ট হয়ে যাবে তা আমি বুঝতে পারছি। বিপ্লবীদের কেউ আর কিছু বছর পর মনে রাখতে পারবে না।

লেখক আলিপুর কোর্টের আইনজীবী এবং আলিপুর কোর্ট সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

নাম পরিবর্তন

কলকাতা ফার্স্টক্লাস মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের ০৫/০৮/২০২১ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি ঘোষনা করছি যে আমার প্রকৃত নাম MD NAUSHAD। ভুলবশতঃ আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB 20 20150100173) REJMAN ALI MOLLA উল্লিখিত হয়েছে। MD NAUSHAD, পিতা- MD KYAMUDDIN এবং REJMAN ALI MOLLA, পিতা- RAHIM ALI MOLLA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

ফিল্মি কায়দায় ছিনতাই , ধৃত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : একেবারে ফিল্মি কায়দায় ছিনতাই। সোনারপুর জুড়ে ফিল্মি কায়দায় বাইক নিয়ে বন্দুক দেখিয়ে চলছিল ছিনতাই। বিগত দিন দশেকের মধ্যে সোনারপুর, বারুইপুর, নরেন্দ্রপুর জুড়ে ৬টির মতন এরকম ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ঠিকানা জিজ্ঞাসা করার নাম করে বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের সাথে কথা বলত। তারমধ্যেই তারা দেখে নিত মহিলা কতটা হাতে গলায় কতটা সোনা পরে আছেন। তারপর আগ্নেয়াস্ত্র, ছুরি দেখিয়ে মারধর করে সর্বস্ব নিয়ে

পালাত দুষ্কৃতকারীরা। মুলত বাইকে চেপে এসে দুজন এই কাজ করত। ঘটনার তদন্তে নেমে সোনারপুর থানার পুলিশ। সোমবার রাতে সোনারপুরের হরিনাভীর চক্রবর্তী পাড়ায় ফাঁদ পেতে মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করে। এরমধ্যে ৩ জন ছিনতাইকারী এবং বাকি ৩ জন রিসিভার। যারা ছিনতাইয়ের মাল বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে টাকা তুলত। এই ঘটনায় অমিত মন্ডল (২৭), সন্তু দাস ওরফে বুবুন (২৮), সুব্রত ঘোষ ওরফে বিশ্বজিত (২৭), লিটন সরকার (৪১), অমিত সর্দার (৩৫),

পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুরে বাইকের ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম অমলা মিস্ত্রী (৬৭)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বারুইপুর থানার বাইপাস সংলগ্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে, ওই মহিলা রাস্তা দিয়ে এক বেসরকারি স্কুলের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন একটি বাইক পিছন থেকে এসে পড়ে। তিনি রাস্তার কোনদিকে সরে যাবেন সেই ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েন। বাইকে ধাক্কা লাগলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। মাথায় চোট লাগে। তখন ওই বাইক চালক ও পথচলতি মানুষজন মহিলাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু চিকিৎসকদের চেষ্টা বিফলে যায়। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পুলিস জানিয়েছে, মহিলার বাড়ি দক্ষিণ গোবিন্দপুর এলাকায়। তাঁর এই মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

লেন্স বার্তা

বেহাল রাস্তা, খালের জল বইছে রাস্তা দিয়ে। ছবি : অভিজিৎ কর

মহেশতলা পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের জালখুরা গুলির মাঠ এলাকায় সাজিদ মিদ্দে নামে এক ব্যক্তি পুকুরের মাছ আটকাবার জন্য রাস্তার ধারে ফাদি জাল লাগায়। সেই জালে মাছের বদলে ধরা পড়ে পাঁচ –ছয় ফুটের এক অচেনা সাপ। খবর পেয়ে মহেশতলা থানা যোগাযোগ করলে বনদফতরের কর্মীরা উদ্ধার করে নিয়ে যায় সাপটিকে। ভয়ের পরিবেশ কাটিয়ে শান্ত হয় এলাকা। ছবি : অরুণ লোধ

অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সারা দেশের কোনায় কোনায় প্রায় ১.৫ লক্ষ গ্রামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার। এই কর্মসূচি উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গে প্রায় ৩ হাজার স্থানে, কলকাতার প্রায় ২০০টি জায়গায় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এ বিষয়ে আলোকপাত করেন এবিভিপি–র দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক সুরঞ্জন সরকার। ছবি : উৎপল রায়

এবার কলকাতার পথে সিএনজি চালিত যাত্রীবাহী বাস

বরুণ মণ্ডল : কলকাতার পথে ডিজেল চালিত বাস তো ছিল, ইলেক্ট্রিসিটি চার্জেবল ব্যাটারি চালিত বাসও কলকাতা শহরের বুকে কয়েকটি দেখাও যেতো। এবার কলকাতা শহরের বুকে এক নতুনরূপে সিএনজি(কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) চালিত বাস দেখা যাবে, ডিজেল–পেট্রলের দাম ক্রমবর্ধমান হওয়ায় রাজ্যের পরিবহন দফতর সিএনজি চালিত যাত্রীবাহী বাস কলকাতা শহরের বুকে চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আপাতত দু'টি সিএনজি চালিত সরকারি বাস পরীক্ষামূলক ভাবে কলকাতা শহরের বুকে চলছে। যদি এই পরিকল্পনা সফল হয়, সমস্ত সরকারি বাস সিএনজিতে কনভার্ট করা হবে।

দক্ষিণ কলকাতার কসবা পরিবহন ভবন চত্বরে ৯ আগস্ট দু'টি সিএনজি চালিত সরকারি বাসের উদ্বোধনে এসে পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, যেহেতু পেট্রল ও ডিজেলের দামবৃদ্ধি এমন একটা অস্বাভাবিক জায়গায় গিয়েছে, সেই তেল কিনে পথে যাত্রীবাহী বাস চালিয়ে রাজ্যের পরিবহন দফতরকে রক্ষা করা অসম্ভব। এরকম একটা অবস্থায় সরকারি বাস চালানোর বিকল্প উপায়ের খোঁজ করতে গিয়ে আমার মাথায় প্রশ্ন জাগে যদি সিএনজি দিয়ে যাত্রীবাহী বাস চালানো যায়? কিন্তু সিএনজি চালিত নতুন বাস কিনতে গেলে তার যা দাম পড়বে সেই বাস পথে চালিয়ে পরিবহন দফতর লাভবান হবে না। প্রচুর অর্থের দরকার। বর্তমানে পরিবহন নিগমে একটি কোম্পানি এসেছে এরা সিএনজি কিট বাসে বসিয়ে ডিজেল চালিত ইঞ্জিন গুলিকে সিএনজি চালিত ইঞ্জিনে পরিবর্তন করে দিতে পারছে। প্রায় দু'মাস যাবৎ এই গবেষণার কাজ চলার পর দু'টি সরকারি বাস ও দু'টি বেসরকারি বাস, মোট চারটি পুরাতন বাসের ওপর গবেষণা করে এই সিএনজি কিটটি বাসে বসানো হয়েছে। আজ পরীক্ষামূলক ভাবে আমিই প্রথম কসবা ট্রান্সপোর্ট ডিপোতে চালিয়ে দেখলাম, তাতে দেখা গেলো বাসটা ভালোই চলছে। কলেজ জীবনে ম্যাটাডর–লরি চালিয়েছি বলে, এই বাসটি চালাতে কোনও সমস্যা হয়নি। এরপর কমার্শিয়ালি এই বাস দু'টি চলবে কী না, সেজন্য

যাত্রী নিয়ে কলকাতার পথে দেড় মাস পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো হবে। কলকাতার রাস্তায় দেখা হবে পথে বাস চালাতে কোনও সমস্যা হচ্ছে কী না? যদি দেখা যায় পথে ঠিক মতো চলছে, তাহলে রাজ্যের পরিবহন দফতরের কলকাতার পথে চলাচল করা যে সাতশোর অধিক বাস আছে, তার প্রতিটিকে পরিবহন দফতর সিএনজি – তে পরিবর্তন করবে। আপাতত প্রতিটি কিটের দাম পড়বে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা। কিন্তু, আমরা চেষ্টা করবো, যদি অধিক সংখ্যক বাসে এই কিট লাগানো হয়, তাহলে এই কিটের দাম কিছুটা কমানো যেতে পারে। আর যদি সিএনজি – তে বাস চালানো সম্ভব হয়, তাহলে ডিজেল বাস চালিয়ে যা ব্যয় হয়, সিএনজি – তে চালালে ব্যয় বর্তমান ব্যয়ের অর্ধেক হয়ে যাবে। আর কসবা ট্রান্সপোর্ট ডিপোতে একটি সিএনজি গ্যাসের স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। আগামী দিনে এই সিএনজি স্টেশনে পাইপলাইনের মাধ্যমে সিএনজি গ্যাস আনা হবে। তখন সারা কলকাতায় সিএনজি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এছাড়া ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে চার্জেবল ব্যাটারি দিয়ে যে বাস ইতি মধ্যেই কলকাতার পথে চলছে, সেজন্য কলকাতার প্রতিটি ডিপোতে ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল – ডিজেলের দাম যতোই বাড়াক আমরা বাস যাত্রীদের ওপর অতিরিক্ত বাস ভাড়া চাপাবো না। এবং কলকাতা মহানগরের সবুজের ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবেশপ্রেমীরাও খুশি হবেন।

রাজ্যে প্রথম সিএনজি গ্রিন বাসের উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন দফতরের সচিব রাজেশ কুমার সিং, ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেনবীর সিং কাপুর, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সৌমেন মাইতি ও পরিবহণ দফতরের অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

শ্রমিকদের ইনসিওরেন্স স্কিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : যদি কোনও সরকারি কিংবা বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত শ্রমিক কাজের সময় দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হন বা দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে সেক্ষেত্রে 'দি এমপ্লয়ি কম্পেনসেশন অ্যাক্ট' এই নিয়মের অধীনে ক্ষতিপূরণ পাবেন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ : দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে অথবা দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ অঙ্গহানি হলে সেক্ষেত্রে কর্মচারী কতদিন ওই কোম্পানিতে কাজ করছেন ও কত টাকা বেতন পান তার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পাবেন। যদি আংশিক অঙ্গহানি হয়, সেক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ মিলবে, তবে ক্ষতির পরিমাণের ভিত্তিতে একটা ক্ষতিপূরণ পাবেন। ক্ষতিপূরণের জন্য ফর্ম : কোনও দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণের ফর্মে The Commission Employees' Compensation, Directorate of Employees' Compensation,, Labour Department, Govt. of West Bengal – এর কাছে আবেদন করতে হবে। ঠিকানা : নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা – ১, ফোন : ০৩৩–২২৪৮–০৫১৫, website : caclbd 007wb@gov.in।

দ্বিতীয়টি হল, এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স স্কিমের সুবিধা পান রোড ট্রান্সপোর্ট কর্মচারী হোটেল, রেস্টুরেন্ট, খবরের কাগজ, দোকান ও যেকোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশনের কর্মীরা। এই সব সংস্থায় অন্তত পক্ষে ১০ জনের বেশি কর্মী নিযুক্ত থাকলে তবেই মিলবে এই স্কিমের সুবিধা। এঁরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে সব সুবিধা পান তা হল, স্মার্ট কার্ডের দ্বারা বিনামূল্যে ইএসআইসি ডিসপেনসারি, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্কিমে নথিভুক্ত চিকিৎসকদের কাছে বিনামূল্যে চিকিৎসা করার সুযোগ। এছাড়া এই স্কিমের আওতায় থাকলে মিলবে মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শ্রাদ্ধকালীন আর্থিক সাহায্য, শারীরিক অক্ষমতাজনিত সাহায্য ও মৃত্যু পরবর্তীকালীন আর্থিক সাহায্য। যাঁদের মাসিক বেতন ২১ হাজার টাকার মধ্যে তাঁরাই শুধু এই স্কিমের সুবিধা পাবেন। বিশদে জানতে ক্লিক করুন : https://www.esic.nic.in – এ।

প্রেসিডেন্সি অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত 'দি সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার'র (এটিআই – সল্টলেক) সঙ্গে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে অবস্থিত ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী 'প্রেসিডেন্সি অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনে'র(পিএএ) এক সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হল। ১০ আগস্ট পিএএ – এর নিজস্ব ভবনে এই সম্পর্কিত পত্র স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠানে পিএএ কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়, সিভিল সার্ভিসের জন্য যারা নিজেদেরকে তৈরি করছেন তারা এই সংযোগ থেকে বিশেষ উপকৃত হবে। এ রাজ্যের

ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট সিভিল সার্ভিস দিয়ে করা সম্ভব। সিভিল সোসাইটির কাছে সিভিল সার্ভিস একটা ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড এসেন্সিয়াল সার্ভিস। তারা আরও জানাচ্ছে, পৃথিবীতে সিভিল সার্ভিসের ওপর যখন লেখা হয়। তখন দেখা হয়, সেই নির্দিষ্ট জায়গার সেই রাজ্যের বা সেই দেশের সার্ভিস দেওয়ার সক্ষম (আইএএস ও আইপিএস) অধিকারীবৃন্দ আছে কী না? নি:সন্দেহে, এই রাজ্যের রিকোয়মেন্ট সেই সংখ্যাটা দিন–দিন কমে যাচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ বা ওড়িশা রাজ্য আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই রাজ্যের সেই সংখ্যাটা দিন–দিন নিশ্চয়ই হ্রাস পাচ্ছে। সে সমস্ত কিছু ভেবে এই সত্যেন্দ্রনাথ স্টাডি সেন্টারের স্থাপন। পশ্চিমবঙ্গবাসীরা যাতে এই সেন্টারের অ্যাডভান্টেজ নিতে পারে, সেজন্যই রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টা। এদিনের সংক্ষিপ্ত সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্টাডি সেন্টারের চেয়ারম্যান প্রাক্তন আইপিএস সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ, কোর্স ডিরেক্টর আইএএস রাজনবীর সিং কাপুর ছাড়াও এই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রাক্তন আইএএস সতীর্থ ভট্টাচার্য, উপ সভাপতি ড. বিভাস চৌধুরী, সম্পাদক আইএএস কৌশিক সাহা, কোষাধ্যক্ষ কথাকলি জানা এবং যুগ্ম সম্পাদক সন্দীপ কর।

স্মরণে–বরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশিষ্ট সমাজসেবী সাহিত্যপ্রেমী সাংস্কৃতিক অনুরাগী জনদরদী দেবব্রত বিন্দু গত ৬ মে ২০২১ পরলোক গমন করেছেন। বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালে চেতলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। এরপর বড়ো হয়ে ওঠা দক্ষিণ

২৪ পরগনার ফলতায়। সেখানে মৈরামপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আশুতোষ কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন তিনি। এরপর ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং অবসর নেন ২০০৬ সালে। চেতলার মানুষ তাঁকে কখনোই ভুলতে পারেনি তিনি চেতলাকে ভুলে যেতে পারেন নি। তাই চেতলার বিশিষ্টরা এবং আলিপুর চেতলা উৎসব কমিটি, চেতলা আসর, চেতলা কৃষ্টি সংসদ এবং দক্ষিণ কলকাতা বান্ধব সমিতির একটি যৌথ উদ্যোগে ৬ আগস্ট ২০২১ কোভিড নিয়মবিধি মেনে চেতলা বয়েজ হাই স্কুলের হলে তাঁকে স্মরণ করেন তাঁর অনুরাগী থেকে সকলেই। উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী চিত্রা বিন্দু এছাড়াও তাঁর সহপাঠী সহ বন্ধু বান্ধব সকলেই তাঁর স্মৃতিচারণা করেন। উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি উপস্থিত হতে না পারলেও দেবব্রতবাবুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে লিখে পাঠান এবং সেটি ওই মঞ্চে পাঠ করা হয়।

সিবিআইআর–এর ভার্চুয়াল আলোচনা: বঙ্গবন্ধুর সার্বজনীনতা আজ প্রশ্নাতীত

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা: বেঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অকাল মৃত্যু না হলে এই উপমহাদেশে রাজনীতির ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো উল্লেখ করে ভারতের যুব নেতারা বলেছেন, তিনি কেবল বঙ্গেরই বন্ধু নন, বঙ্গবন্ধু ভারতেরও অকৃত্রিম বন্ধু।

বুধবার (১১ আগস্ট) এক ওয়েবিনারে অংশ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যুব নেতারা এমন মন্তব্য করেন। তারা বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান কেবল বঙ্গের বন্ধু নন, তিনি ভারতেরও বন্ধু। এই উপমহাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করেন।বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক কেন্দ্র (সিবিআইআর) এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। সিবিআইআর পরিচালক ও সাংবাদিক শাহিদুল হাসান খোকনের সঞ্চালনায় অনলাইন আলোচনায় অংশ নেন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বর্তমান প্রজন্মের যুব নেতারা। আয়োজক সংস্থার গবেষণা বিভাগ কর্তৃক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে ভারতের যুব নেতারা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন এবং কর্মের ওপর আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে ভারতের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) যুব মোর্চার প্রাক্তন জাতীয় সম্পাদক ও বর্তমান মুখপাত্র সৌরভ শিকদার বলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই স্বতঃস্ফূর্ত জননেতা হতে পেরেছিলেন এবং সর্বসাধারণ একাগ্রচিত্তে তাকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক শ্রেয়া হালদার আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে একথা কথা বলতে হয় যে, বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা ছিল, ধর্ম নিরপেক্ষতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা–ভাবনা এবং তার মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ যেটাকে মুজিববাদ বলে আমরা জানি। সেই জায়গাটা সকল বাঙালি জাতিকে উৎসাহিত করে। আলোচনায় যুক্ত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত পেশাজীবী যুবনেতা বিজন সরকার বলেন,

একটা তর্জনি উঠিয়ে বাঙালি জাতিকে যিনি জাগ্রত করেছিলেন, বাঙালি জাতিকে নিয়ে যিনি বিশ্বের দরবারে ইতিহাসের পাতায় স্থান দেবেন–এই ভাবনা থেকে মানুষকে যিনি একত্রিত করতেন, লাখ লাখ মানুষ তার ডাকে সাড়া দিতেন, তিনি সবার প্রিয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালে কাঁটা তারের বেড়া ভারতের সাথে তৎকালীন পাকিস্তান অর্থা আজকের বাংলাদেশকে বিভেদ করেছিল। শুধু একটা কাঁটা তার ভারত আর আজকের বাংলাদেশের ভৌগোলিক ভাগ হতে পারে, কিন্তু আমরা বিশ্ব বাংলায় একাত্মবোধ অনুভব করি বাংলাদেশের সঙ্গে। ভারতের তফশিল ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছে, এটা গোটা পৃথিবীতে বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের গর্বের বিষয়।ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরা থেকে ওয়েবিনারে অংশ নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপির যুবনেতা চন্দন দেবনাথ বলেন, যদিও বঙ্গবন্ধুর নামের আগে বঙ্গ কথাটি যুক্ত তবুও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতেরও বন্ধু।ভারতের তরুণ রাজনীতিকদের চোখে 'বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক এই ওয়েবিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেন–সিবিআইআর এর প্রধান গবেষক আশরাফুল ইসলাম। প্রবন্ধে রাজনীতির ঐতিহাসিক পরম্পরার কথা তুলে ধরে তিনি সমকালীন রাজনীতির মাঠে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর জোর দেন।

ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে ভারতের ম্যাপ

মলয় সুর : ৭৫তম ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিন নতুন প্রজন্মের কাছে এই বিশেষ দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে ফেলে দেওয়া বিভিন্ন ধরনের শুকনো পাতা, গাছের ফল, নানারঙের বোতাম প্রভৃতি দিয়ে ভারতের ৭৫টি ম্যাপ তৈরি করেছেন ধনেখালি থানার অন্তর্গত দশঘড়া বিশ্বাস পাড়ার বাসিন্দা চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া তিনি একটি নজির সৃষ্টি করেছেন ২০১১ সালে এক টাকার কয়েনের উপর বিভিন্ন মডেল তৈরি করে লিমকা বুক অব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন কয়েন আর্ট গ্যালারি। সম্পূর্ণ ব্যালান্সে কয়েন সাজিয়ে যে কোনও ধরনের মডেল তৈরি করে তাক লাগিয়েছেন সবাইকে। এবার টার্গেট ২০২১ সাল। দেশপ্রেমিক নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী রয়েছে। চন্দনবাবু বলেন, ভারতের অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মবলিদানের ইতিহাসে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য এই উদ্যোগ। প্রায় ২০০ জন ভারত বিখ্যাত ব্যক্তির ছবি দিয়ে তৈরি হয়েছে, হয়েছে ৫–৫ ফুট ম্যাপটি। সব থেকে ছোট মানচিত্র দেড় ফুট বাই দেড় ফুটের। এগুলিতে

পেয়ারা বীজ, শিয়ালকাঁটা বীজ, সাইকেলের পুরানো বল, আমলকী ফলের বীজ ব্যবহার করেন। সারা বছর দেশের নানা প্রান্তে প্রদর্শনের ইচ্ছা আছে। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী রয়েছে। ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে ৭৫টি ভারতের মানচিত্র তৈরি করেছেন। ইতিমধ্যেই ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে কলকাতা আরজিকর মেডিকেল হাসপাতালের পিছনে একটি এক্সজিবিশন করেন। এছাড়া ২০২০ জানুয়ারিতে হলদিয়া উৎসবে এবং ডোমজুড় বিজ্ঞান মেলায় তাঁর প্রদর্শনী হয়। সেখানে বিপুল সাড়া মেলে। পরিবারে ৮০ বছরের বৃদ্ধ বাবা জয়দেব ব্যানার্জী, মা যূথিকা, প্রাক্তন স্পোর্টসম্যান স্ত্রী সুমনা ও একমাত্র ছেলে অয়ীত্র দশম শ্রেণির ছাত্র। তাঁর কাজে খুশি, সর্বদা পরিবারের উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছেন চন্দন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com